দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ৩০ NOV 2015
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

ছাত্ররাজনীতি ও বাস্তবতা

মহামান্য রাষ্ট্রপতি যখন বলেন, ছাত্ররাজনীতির মূল লক্ষ্য হইল দেশ ও জাতির কল্যাণ, তখন চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে ছাত্ররাজনীতির গৌরবদীপ্ত অবয়ব, যার অনেকটাই ঢাকিয়া গিয়াছে গ্লানির কালিমায়। গত বৃহস্পতিবার যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তিনি উচ্চারণ করেন এই আপ্তবাক্য। বাংলাদেশের ইতিহাসে বাস্তবিক পক্ষেই একটা সময় আসিয়াছিলো, যখন ছাত্রসমাজ পালন করিয়াছেন অত্যুজ্জ্বল ভূমিকা। জাতীয় জীবনের প্রতিটি সংকট সন্ধিকালে বুক চিতাইয়া দাঁড়াইয়াছেন আমাদের ছাত্রসমাজ। ছাত্ররা কী করিতেছেন, কী ভাবিতেছেন, কোন ঘটনায় কী প্রতিক্রিয়া তাহারা দেখাইবেন, সেই দিকে মনোযোগ ছিল সাধারণ মানুষের। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে ছাত্ররাই পালন করিয়াছেন মূল ভূমিকা। তাহাদের বুকের রক্তেই রঞ্জিত হইয়াছে পিচঢালা রাজপথ। তাহারাই ভাঙ্গিয়াছেন অর্গল। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ যে দুর্নিবার আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহারই সার্থক পরিণতি বাঙালির মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম।

বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছিষট্টির ছয়দফা ও এগারদফার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সংগঠনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর ভূমিকাটি পালন করেন আমাদের ছাত্রসমাজ। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনেও, ইতিহাস সাক্ষী, আমাদের তরুণ ছাত্ররাই ছিলেন ত্যাগ ও সংগ্রামের অগ্রসারিতে। ঢাকাসহ দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তো বটেই, স্কুল ও কলেজের নবীন শিক্ষার্থীরা পর্যন্ত শামিল হইয়াছিলেন জাতির সেই মহান সংগ্রামে। টেকনাফ হইতে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত সর্বব্যাপী ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করিতে সেই বৈরী সময়ে ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্র নেতৃবৃন্দ পালন করেন দায়িত্বশীল ভূমিকা। স্বার্থের কোনো প্ররোচনা কখনই তাহাদের নীতি আদর্শের পথ হইতে বিচ্যুৎ করিতে পারে নাই। তাহার কারণও ছিল। ছাত্রদের আন্দোলন-সংগ্রামের পশ্চাতে ছিল আদর্শের প্রেরণা। শিক্ষার্থী হিসাবে লেখাপড়ার বিষয়টি তাহারা বিস্মৃত হন নাই। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অস্ত্রবাজি তাহাদের ধাতে ছিলো না।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে ছাত্ররাজনীতির পূর্বের ধারাটি সম্পূর্ণ বজায় না থাকিলেও, ঐতিহ্যের অবশেষটুকু ছিলো। পঁচাত্তর পরবর্তীকালে ছাত্ররাজনীতিকে ঠেলিয়া দেওয়া হয় অপরাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে। তাহা সত্ত্বেও নব্বইয়ের দশকে স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজ, বিশেষ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সক্রিয় অবদান রাখেন। কিন্তু নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটিলেও ছাত্ররাজনীতির যে অবক্ষয় ঘটে, তাহাতে বিচলিতবোধ না করিয়া পারা যায় না। যখন যেইদল ক্ষমতায় থাকে, সেই দলের আশীর্বাদপুষ্ট ছাত্র সংগঠনের এক শ্রেণির নেতা-কর্মীর আচরণ দেখিয়া আক্ষেপ হয়। নীতি-আদর্শের চাইতে ব্যক্তিগত স্বার্থ তাহাদের নিকট অনেক বড় বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিই যেন বা তাহাদের মুখ্য। এইরকম অবস্থায় ছাত্ররাজনীতির কাছ হইতে দেশ জাতি কতটুকু কী-ই বা আশা করিতে পারে! তবু বাস্তবতা মানিয়া লইতেই হইবে। সময় বদলাইয়াছে, বদলাইয়াছে জীবনবোধ। পরিবর্তিত অবস্থায় ছাত্ররাজনীতির নিকট হইতে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা আশা করা কঠিন। আর, কেবল ছাত্রদের নিকট হইতেই আমরা ভাল কিছু আশা করিব, তাহাও তো কোনো কাজের কথা হইতে পারে না। ছাত্ররা তো কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা নহেন। তাহারাও এই সমাজেরই অংশ।